বিল নং.....২০১৮

The Bangladesh Krira Shikkha Protishtan Ordinance, 1983 রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তপশিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নতুন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে The Bangladesh Krira Shikkha Protishtan Ordinance, 1983 (Ordinance No.LVIII of 1983) রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন।—(১) এই আইন বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(১) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান।

(২) 'প্রতিষ্ঠান' অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(৩) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৪) 'বোর্ড' অর্থ ধারা ৫ এর অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ড; এবং

(৫) 'মহাপরিচালক' অর্থ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক।

৩। **প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা।**—(১) The Bangladesh Krira Shikkha Protishtan Ordinance, 1983 (Ordinance No.LVIII of 1983) এর অধীন ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংক্ষেপে বিকেএসপি ও ইংরেজিতে Bangladesh Institute of Sports, এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) প্রতিষ্ঠান একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে; সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রতিষ্ঠানের স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে; এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) প্রতিষ্ঠান, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যেকোন স্থানে উহার শাখা স্থাপন করিতে পারিবে।

৪। **প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়।**—(১) প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় থাকিবে।

(২) প্রতিষ্ঠান, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যেকোন স্থানে উহার আঞ্চলিক/শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(১) নির্ধারিত বয়স অথবা বয়সসীমার বালক/বালিকাদের মধ্য হইতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভা অন্বেষণ করা, তাহাদের বিকেএসপি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত ক্রীড়া ও সাধারণ শিক্ষার সুযোগসহ ক্রীড়াক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান;

(২) উন্নতমানের ক্রীড়াবিজ্ঞানী, কোচ, রেফারি এবং আম্পায়ার তৈরির উদ্দেশ্যে সম্ভাবনাময় ক্রীড়াবিজ্ঞানী, কোচ, রেফারি এবং আম্পায়ারগণের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৩) ক্রীড়াবিজ্ঞানী, কোচ, রেফারি ও আম্পায়ারগণের কলাকৌশলগত দক্ষতা উন্নয়নকল্পে সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা;

(৪) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি হিসেবে জাতীয় দলের প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান;

(৫) ক্রীড়া সম্পর্কিত তথ্যকেন্দ্র হিসাবে কার্যাবলি ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(৬) ক্রীড়া সম্পর্কিত বই, সাময়িকী, বুলেটিন প্রকাশ এবং হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ;

(৭) দেশের বিভিন্ন ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়;

(৮) দেশের বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও কার্যাবলির সমন্বয় সাধন;

(৯) ক্রীড়া উন্নয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(১০) প্রতিবেশ ও পরিবেশবান্ধব ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন;

(১১) সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন এবং প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

৬। **পরিচালনা ও প্রশাসন।**—প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং প্রতিষ্ঠান যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৭। **পরিচালনা বোর্ড গঠন।**— (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ–

(ক) মন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যিনি বোর্ডের চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যদি থাকে, যিনি বা যাহারা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(ছ) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(জ) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(ঝ) অতিরিক্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়;

(ঞ) কমিশনার, ঢাকা বিভাগ;

(ট) পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর;

(ঠ) সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;

(ড) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত উহার একজন প্রতিনিধি;

(ঢ) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক মনোনীত উহার একজন প্রতিনিধি;

(ণ) ক্যাডেট কলেজসমূহের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান;

(ত) চেয়ারম্যান, আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড;

(থ) মহাসচিব, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন;

(দ) সভাপতি, জাতীয় মহিলা ক্রীড়া পরিষদ;

(ধ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন খ্যাতনামা ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ, যাহাদের মধ্যে একজন নারী হইবেন;

(ন) মহাপরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মন্ত্রী না থাকিলে এবং প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী থাকিলে প্রতিমন্ত্রী চেয়ারম্যান ও উপমন্ত্রী ভাইস চেয়ারম্যান হইবেন এবং মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী না থাকিলে উপমন্ত্রী চেয়ারম্যান হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ধ) এ উল্লিখিত মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে সরকার, যে কোন সময়, কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ মনোনীত কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে বা মনোনীত কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

৮। বোর্ডের সভা।—

(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি ৬ (ছয়) মাসে বোর্ডের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সদস্য-সচিব, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, লিখিত নোটিশ দ্বারা বোর্ড সভা আহবান করিবেন।

(৪) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান, জ্যেষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে পরবর্তি ভাইস চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানগণের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) বোর্ড সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের ভিত্তিতে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে প্রদত্ত ভোটের সমতার ক্ষেত্রে উক্ত সভার সভাপতির নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) বোর্ড উহার কোন সভায় কোন আলোচ্য বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম এইরূপ যেকোন বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শদাতাকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং উক্ত ব্যক্তি সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে এইরূপ ব্যক্তির কোন ভোটাধিকার থাকিবেনা।

(৮) কেবল কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কার্য অথবা কার্যধারা অবৈধ হইবে না অথবা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও অন্য সকল কার্যক্রমের বিষয়ে নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(খ) প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পদ সংগ্রহ ও সম্পদের ব্যবহারের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

(গ) এই আইনে বর্নিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও অন্যান্য সকল কার্য সম্পাদন।

১০। মহাপরিচালক।—

(১) প্রতিষ্ঠানের একজন মহাপরিচালক থাকিবে।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরির মেয়াদ ও শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হইবেন, এবং-

(ক) সাধারণ কার্যাদি ও তহবিল পরিচালনা করিবেন;

(খ) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবেন;

(গ) বোর্ডের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা, বা অন্য কোন কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১। কর্মচারী নিয়োগ।—

(১) বোর্ড উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্মচারীদের নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। কমিটি।—বোর্ড ইহার কার্যাবলি পরিচালনায় সহযোগিতা করিতে যেরূপ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন বিবেচনা করিবে সেইরূপ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৩। ক্ষমতা অর্পণ।—বোর্ড, লিখিতভাবে সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা আদেশে উল্লিখিত পরিস্থিতি ও শর্তে, যদি থাকে, ইহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান অথবা অন্য কোনো সদস্য অথবা কর্মকর্তাকে প্রয়োগের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৪। তহবিল।—

(১) প্রতিষ্ঠানের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সরকার, স্থানীয় সংস্থা বা কোন বিদেশি সরকার বা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান বা ঋণ;

(গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত দান বা অনুদান;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়; এবং

(ঙ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের সকল অর্থ কোন তপশিলি ব্যাংকে প্রতিষ্ঠানের নামে জমা রাখিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—"তপশিলি ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank।

(৩) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালিত হইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ হইতে সরকারের নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

১৫। বাজেট।—প্রতিষ্ঠান প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাৎসরিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠানের কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন হইবে উহারও উল্লেখ থাকিবে।

১৬। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।— (১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং বোর্ডের যে কোন সদস্য বা প্রতিষ্ঠানের যে কোন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৭। প্রতিবেদন।— (১) প্রতি অর্থবৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠান উক্ত বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলির উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে যে কোন সময় প্রতিষ্ঠানের যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন আহবান করিতে পারিবে এবং প্রতিষ্ঠান উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিবে।

১৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিষ্ঠান, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) আপাতত বলবৎ কোনো আইন অথবা কোনো চুক্তি অথবা সম্মতি অথবা কোনো আদেশ অথবা প্রজ্ঞাপনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন প্রবর্তন হইবার সঙ্গে সঙ্গে The Bangladesh Krira Shikkha Protishtan Ordinance, 1983 রহিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং পূর্বের অধ্যাদেশের অধীন সম্পাদিত কার্যক্রম শেষ হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এবং পূর্বের অধ্যাদেশের অধীন কোনো অনিষ্পন্ন কার্য থাকিলে তাহা এই আইনের অধীনে সম্পন্ন হইবে।

(২) এই আইন প্রবর্তন হইবার সঙ্গে সঙ্গে আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন, বিধিবিধান, সম্মতি অথবা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন The Bangladesh Krira Shikkha Protishtan Ordinance, 1983 এর ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Krira Shikkha Protishtan এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত হইবে;

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে উক্ত Bangladesh Krira Shikkha Protishtan বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রতিষ্ঠান এর-

(ক) সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ও জামানত, সকল দাবি, হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড এবং অন্যান্য দলিল এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

(খ) সকল ঋণ, দায়-দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঋণ, দায়-দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিরুদ্ধে বা তদকর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বা ইহার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) সকল কর্মচারী এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হইবেন এবং এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে তাঁহারা যে শর্তাধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহারা এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে নিয়োজিত এবং, ক্ষেত্রমত, বহাল থাকিবেন।